দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 0 2 JUL 1990
পৃষ্ঠা 2 কলাম 7

মেডিক্যাল শিক্ষার মান

বৃটেনের মেডিক্যাল কাউন্সিল ঢাকা মেডিক্যাল কলেজকে প্রদত্ত স্বীকৃতি বাতিল করিয়া দিয়াছে বলিয়া ইত্তেফাকে একটি সংবাদ ছাপা হইয়াছে। স্বীকৃতি বাতিলের কারণ আর কিছুই নয়। ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মানের অবনতি। সংবাদটিতে মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তির বক্তব্যের উল্লেখ করিয়া স্বীকার করা হইয়াছে যে, সত্যই এই কলেজটিতে শিক্ষার মানের অবনতি ঘটিয়াছে। তবে এই অবনতির জন্য কোন ব্যক্তিবিশেষ দায়ী নয়। দায়ী সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক দুর্বলতা। সরকারের আর্থিক টানাপোড়েনও হয়তোবা ইহার জন্য অনেকাংশে দায়ী হইতে পারে। কেন না, একটি মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার জন্য যে সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম থাকা আবশ্যক তাহার অভাব রহিয়াছে। অন্যদিকে অনেক প্রয়োজনীয় বিভাগও নাকি নাই। অবশ্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিভাগ না থাকিলেও বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া হয় বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

কিন্তু যিনি যাহাই বলুক না কেন এখানে বড় সত্য হইতেছে, বৃটেনের মেডিক্যাল কাউন্সিল আমাদের সব চাইতে বড় মেডিক্যাল কলেজের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করিয়া নিয়াছে। অর্থাৎ এই স্বীকৃতি প্রত্যাহারের ফলে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সার্টিফিকেট নিয়া কেহ আর বৃটেনে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাইবেন না। ইহাই একান্তই দুর্ভাগ্যজনক।

বৃটেনের মেডিক্যাল কাউন্সিলের স্বীকৃতি প্রত্যাহৃত হওয়ার পূর্বেই আমরা এই পত্রিকায় দেশের মেডিক্যাল শিক্ষার করুণ অবস্থা বারংবার তুলিয়া ধরিয়াছি এবং বলিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, অবিলম্বে মেডিক্যাল কলেজগুলিতে শৃংখলা ফিরাইয়া আনিয়া শিক্ষার মান উন্নত না করিলে দেশের জন্যই উহা ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়াইবে। আসলেও অনুন্নত মানের শিক্ষা গ্রহণ করিয়া যাঁহারা রোগীদের রোগ সারিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন তাহাদের হাতে রোগীর রোগ নিরাময়ের আশা সুদূরপরাহত হইতে বাধ্য। সারা দেশে এখন হাজার হাজার ডাক্তার ছড়াইয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা দেশের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ হইতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তবুও বাস্তবে দেখা যাইতেছে তাহাদের দ্বারা রোগীরা নিরাময় পাইতেছে খুবই কম এবং বেশীরভাগ রোগীই নিরাময় পাইবার জন্য রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে ভীড় করিতেছে। বস্তুতঃ আজ একথা সংশ্লিষ্ট সবাইকে গভীরভাবে তলাইয়া দেখিতে হইবে যে, দেশের মেডিক্যাল শিক্ষার মানের এই অবনতির জন্য শুধু কি সরকারই এককভাবে দায়ী? ছাত্র ও শিক্ষকদেরও ভূমিকা কি এই অবস্থার জন্য সমভাবে দায়ী নয়?

অস্বীকার করার উপায় নাই যে, আমাদের মেডিক্যাল কলেজগুলিতে অনেক সীমাবদ্ধতা রহিয়াছে। কিন্তু ইহাও ভুলিয়া যাওয়া উচিত হইবে না যে, অতীতে এই কলেজগুলি হইতেই এধরনের অবস্থা ও ব্যবস্থার মধ্য দিয়াই বহু ছাত্র-ছাত্রী পাস করিয়া বাহির হইয়াছে। এবং দেশে-বিদেশে পেশাগত ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখিয়াছে। তাহা হইলে এখন শিক্ষার মামের এতটা অবনতি কেন হইল? অস্বীকার করা যাইবে কি যে, অতীতের মত বর্তমানের ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন শিক্ষার প্রতি নিবেদিত প্রাণ নয়, তেমনি শিক্ষকেরাও প্রশিক্ষণে নীতিনিষ্ঠ ও দায়িত্বশীল নয়। এমন অভিযোগ রহিয়াছে যে, আমাদের মেডিক্যাল কলেজগুলিতে শিক্ষা-প্রশিক্ষণের প্রয়োজনে লাইব্রেরী-সেমিনার কক্ষে যে সব রেফারেন্স, সর্বাধুনিক বইপত্র এবং জার্নাল রহিয়াছে, উন্নততর প্রশিক্ষণদানের জন্য খুব কম সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকই সে সবের সদ্ব্যবহার করেন। বাংলাদেশের মত দেশে অভাব থাকিবেই। কিন্তু এই অভাব-অনটনের মধ্যেও প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। এখানে ছাত্র ও শিক্ষকদের কোন প্রকার গাফিলতির কোন অবকাশ নাই।